দৈনিক ইত্তেফাক

JAN 1 2002

নারী সংগঠন/ নারী সংবাদ

ভিকারুননিসায় বসেছিল তারুণ্যের মেলা

শীতের স্নিগ্ধ পরশে ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সবুজ চত্বর জুড়ে বসেছিল এক মেলা। ভিন্ন রূপের ভিন্ন আমেজের এই মেলা। যে মেলা রূপ নেয় তারুণ্যের মেলায়। নবীনের সঙ্গে প্রবীণরাও যেদিন ফিরে গিয়েছিলেন তাদের ছেলেবেলায়। তারুণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন প্রত্যেকে। চারদিন ধরে পালিত হলো ভিকারুননিসা নূন স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব। গৌরবের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বসেছিল এ মিলন মেলা। যে স্কুলটি ৫০ বছর আগে ৬/৭ জন ছাত্রী নিয়ে একটি ইংলিশ পিপ্রারেটরী স্কুল হিসাবে যাত্রা করেছিল, পরবর্তীতে সিনিয়র কেম্ব্রিজ থেকে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ এবং আজকের বিশ্ববিদ্যালয়। এমন সাফল্যগাঁথা যে স্কুলের সে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিঃসন্দেহে আনন্দের। সেদিনের ছোট স্কুল আজকের রাজধানীর অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এর ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে এ স্কুল বার বার সেটা তালিকায় স্থান করে নজীর স্থাপন করেছে। অভিভাবকরাও ভিকারুননিসার উপর অস্থাশীল হয়ে উঠেছে। এমনি অবস্থানে এসে আজ স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয় ১০ হাজার ছাত্রী ও সাড়ে ৩ শ' শিক্ষকের আনন্দ আয়োজনের বাস্তব রূপ দেয়। এলেমনাই এসোসিয়েশন, প্রতি বছরই এলেমেনাই পুনর্মিলনীর আয়োজন করছে। চারদিনের প্রাণবন্ত আয়োজনে স্মৃতিচারণ। আড্ডা, নাচ-গান, বক্তব্য, মেলা ফটোসেশন, কোন কিছুর কমতি ছিল না। এ অনুষ্ঠানেই ঘোষণা দেয়া হয় প্রয়াত অধ্যক্ষা লুলু বিলকিস বানুর নামে শিক্ষা বৃত্তি প্রচলনের।

ভিকারুননিসায় তরুণীদের আনন্দ উল্লাস *ছবিঃ ইয়াসিন বাবুল*

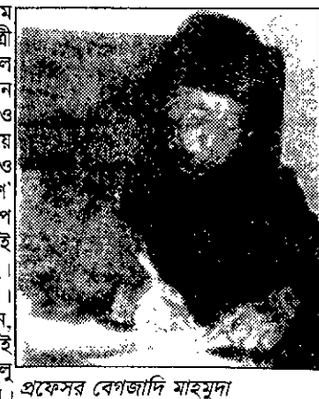

প্রফেসর বেগজাদি মাহমুদা

দীর্ঘ এক বছর প্রতিক্ষার পর এ মিলন মেলায় বর্তমান-অতীতের ছাত্রীদের সরব উপস্থিতিতে, কে শিক্ষক, কে ছাত্রী সব ভুলে সবাই হয়ে উঠেছিল তারুণ্যে উদ্ভাসিত। দীর্ঘদিন পরে প্রিয় সহপাঠী কিংবা প্রিয় শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে সবাই যেন উঠে আবেগে উদ্বেলিত। ফিরে যায় হারানো অতীতে।

এ সুযোগে নবীন-প্রবীণরা মেতে হয়ে উঠে পুরানো স্মৃতিচারণে।

সুসজ্জিত স্কুল প্রাঙ্গণে মিলন মেলার স্মৃতি ধরে রাখতে ব্যস্ত হয় পড়ে সবার ছবি তুলতে। পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় নতুন ছাত্রীদের সাথে পুরানো ছাত্রীদের, শিক্ষকদের, স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী ফরিদা শেখ স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও স্মৃতিচারণ করেন হাসনা মওদুদ, নিলুফার হাই, সুবর্ণা মুস্তাফা, স্মৃতিচারণ ও আড্ডায় আড্ডায় মেতে থাকা অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে যায় চোখের পলকেই।

মেলায় মেয়েদের স্টলে ভীড় *ছবিঃ শামসুদ্দিন আহমদ চারু*

আনন্দ-উৎসবের শেষে ঘোষিকার ঘোষণায় উপস্থিত ছাত্রী ও অভিভাবকরা হয়ে যায় নীরব, স্কুলের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে জড়িত বর্তমান অধ্যক্ষা হামিদা আলী জুনে অবসর নেবেন, ঘোষিকার এ কথার সত্যতা স্বীকার করে তিনি বলেন। প্রচলিত নিয়মেই তিনি যেতে চান। বিদায়ের বেলা নবীন-প্রবীণদের প্রাণের আকুলতা ছিল। আবার দেখা হবে প্রিয় স্কুল ভিকারুননিসার সবুজ প্রান্তরে। আগামী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন রূপে। নতুন আয়োজনে।

❑ নূরে জান্নাত আখতার

রোকেয়া পদক ২০০১ পেলেন অধ্যক্ষা বেগজাদি মাহমুদা নাসির

অধ্যক্ষা বেগজাদি মাহমুদা নাসির ২০০১ বেগম রোকেয়া পদক পেলেন। তিনি দেশের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল উইমেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারপার্সন। ১৯২৯ সালের ১৬ এপ্রিল ফরিদপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোঃ নাসিরউদ্দিন বেগ ফরিদপুরের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় পিতার প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুর গার্লস জুনিয়র মাদ্রাসায়। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় লেডী ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে ইংরেজীতে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রী লাভ। ১৯৫১ সালে কুমুদিনী কলেজে ইংরেজী প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। স্বামী আব্দুল মতিনের আন্তরিক সহযোগিতায় তিনি মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ। এই কলেজটিকে পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেন। নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর অধিকার রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অবদানের জন্য তাঁকে এ পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

যুবমেলায় অনেক নারী উদ্যোক্তা এসেছিলেন

সম্প্রতি যুবমেলা শেষ হয়েছে। এই যুবমেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজকে আত্মনির্ভরশীল করা। যুবমেলায় পুরুষ উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি মহিলা উদ্যোক্তারাও অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত যুব মহিলারা একক বা যৌথ প্রচেষ্টায় নিজেদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী মেলায় প্রদর্শন করেছেন। মেলায় অংশ-গ্রহণকারী মহিলা স্টলগুলোর মধ্যে সুলতানা বুটিক, মৃদুল হস্তশিল্প, বান্ধবী স্টল, নব উন্মোচনের নাম উল্লেখ করার মতো। প্রায় প্রতিটি স্টলেই বুটিক, ব্লক ও হাতের কাজের তৈরি সামগ্রী স্থান পেয়েছে।

❑ রীতা ভৌমিক